সংবাদ

তারিখ ... 20 APR 2007 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭ ....

রাবি'র নিয়োগ বাণিজ্যসহ নানা দুর্নীতির তদন্ত দাবি

● প্রধান উপদেষ্টাকে ১১২ শিক্ষকের স্মারকলিপি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী

জামায়াত-বিএনপি জোট সরকারের আমলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত অনিয়ম, দুর্নীতি, দলীয়করণ, ক্ষমতার অপব্যবহার ও 'নিয়োগবাণিজ্য'র তদন্ত দাবি করে গতকাল বৃহস্পতিবার বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে রাবির ১১২ জন সচেতন শিক্ষক।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, জোট সরকারের আমলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীদের স্বার্থে বিভিন্ন সময় নিয়ম লঙ্ঘন করে নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তাদের এসব কর্মকাণ্ডের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়েছে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্কট সত্ত্বেও শুধু চারদলীয় জোটের কর্মীদের পৃষ্ঠপোষকতার লক্ষ্যে নতুন পদ সৃষ্টি করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিনা সৃষ্টিপদে ব্যাপকভাবে লোক নিয়োগ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের জন্য লোক দেখানো প্রহসনমূলক বাছাই পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের আয়োজন করে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সুপারিশ করা

দাবি : পৃ: ১১ ক: ৩

দাবি : তদন্ত

(১২ পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সঙ্গে ৫৪৬ জন কর্মচারীকে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে নিয়োগের ঘটনাটি দীর্ঘদিন স্থানীয় জনমনে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে এবং মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। চারদলীয় জোটের কর্মী-সমর্থকদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য স্থানীয় রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যোগসাজশ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই গণনিয়োগ দিয়েছিল। সবচেয়ে দুঃখের কথা, এই নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে নিয়োগকৃতদের স্বার্থরক্ষার জন্য ৫০ লাখ টাকা খরচ করে।

শিক্ষকদের পদোন্নতি ও আর্থিক লাভজনক পদে নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এখানে দলীয় বিবেচনা সবসময় প্রাধান্য পেয়েছে। এক বছরের ব্যবধানে দু'জন প্রবীণ সহকর্মী ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। তাদের হত্যাকারীদের বিচার ও শাস্তির ব্যাপারেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কখনও উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি, এমনকি ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের নিহত শিক্ষক প্রফেসর ড. এস ওয়াহের আহমদের সন্দেহভাজন একজন খুনির স্বার্থরক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য বিধিবহির্ভূত পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাহুমুক্ত করার লক্ষ্যে সচেতন শিক্ষকরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে কয়েকটি দাবি উপস্থাপন করে বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন। দাবিগুলো হলো- বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের নিয়োজিত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করে অনতিবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে দলনিরপেক্ষ, দক্ষ এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য শিক্ষকদের উল্লেখিত পদে নিয়োগদান। জোট সরকারের নিয়োজিত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা কোন অনিয়ম, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার করে থাকলে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেসব অনিয়ম, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে সেই ক্ষেত্রে তারা কোন সহায়তা করে থাকলে বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে তা উদঘাটন করে দেশের প্রচলিত আইনে তাদের শাস্তি বিধান করা। জামায়াত-বিএনপি জোট সরকার আমলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত অনিয়ম, দুর্নীতি, দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, উপাচার্য, উপ-উপাচার্যদের ক্ষমতার অপব্যবহার, নিয়োগ বাণিজ্য তদন্তে একটি শক্তিশালী বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনকরণ ইত্যাদি।

স্মারকলিপিতে সই করা ১১২ শিক্ষকের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন- আবদুস সোবহান, আনন্দ কুমার সাহা, মুহম্মদ নূরুল্লাহ, মলয় কুমার ভৌমিক, শাহনওয়াজ আলী, মুহম্মদ মিজান উদ্দিন, মোখলেসুর রহমান, এন্তাজুল হক, মোজাফফর হোসেন, মাহবুবর রহমান, শেখ নূর উল্লাহ, এস এম আবু বকর, মো. জালাল উদ্দিন, শামসুদ্দীন ইলিয়াস, গোলাম কবীর, সরকার আলী আক্কাস, আবদুল লতিফ, সৈয়দ সামসুদ্দিন আহমেদ, আবুল কাশেম, ফায়েকউজ্জামান, সরকার সুজিত কুমার প্রমুখ।